এম মনজুর আলমের নির্বাচনী ইশতেহার

স্বাস্থ্য, শিক্ষায় অগ্রাধিকার, বাস্তবতার নিরিখে নগর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন বিএনপি সমর্থিত চট্টগ্রাম উন্নয়ন আন্দোলনের মেয়র প্রার্থী এম মনজুর আলম।

ইশতেহারে ৫৪ দফা উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা তুলে ধরেন সাবেক মেয়র মনজুর আলম। নগরীর জলাবদ্ধতা সম্পূর্ণ নিরসনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন খাতে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তিনি। নগরীর হোল্ডিং ট্যাক্স না বাড়িয়ে আদায় প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সিটি করপোরেশন পরিচালিত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াই-ফাই চালু, দিনমজুর ও পোশাক শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এসেছে তার ইশতেহারে।

২০১০ সালে নগরীর প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা নিরসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৫৬ দফা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মনজুর আলম। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসব প্রতিশ্রুতির অর্ধেক বাস্তবায়ন হয়েছে এবং আরও কিছু চলমান রয়েছে বলে দাবি করেছেন মনজুর আলম। নগরীর জলাবদ্ধতা ৮০ শতাংশ নিরসন হয়েছে দাবি করে মনজুর আলমের ইশতেহার উল্লেখ করা হয়, প্রভাবশালীদের কাছ থেকে খাল-নালা উদ্ধার করা যায়নি।

ফলে ২০ শতাংশ জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব হয়নি। কর্ণফুলী নদীর ড্রেজিং না হওয়ায় জোয়ারের সময় হঠাত বৃষ্টি হলে কয়েক ঘণ্টার জলজট সৃষ্টি হয়।

আগে যেখানে সামান্য বৃষ্টিতেই নগরীতে শুধু জলাবদ্ধতা নয়, কয়েক দিনের স্থায়ী বন্যার সৃষ্টি হতো, সেখানে এখন মাত্র কয়েক ঘণ্টার জলজট হয়। তবে এটাও নগরবাসীর কাছে কাম্য নয় উল্লেখ করে ইশতেহারে বলা হয়েছে, পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম নগরীকে সম্পূরক জলাবদ্ধতামুক্ত করার উদ্যোগ নেবেন।

পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দরের গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়া একনেকে অনুমোদন পাওয়া ২৯৭ কোটি টাকা খাল খনন প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে ইশতেহারে।

‘চট্টগ্রাম শহর কি আগামী দিনে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দখলবাজদের অভয়ারণ্য হবে, না নিরাপদ খাদ্যের আধার, সন্ত্রাসমুক্ত জনপদ হবে’- নগরবাসীর প্রতি এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে ৫৪ দফা উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি সংবলিত ইশতেহার ঘোষণা করেছেন বিএনপি সমর্থিত মেয়র প্রার্থী এম মনজুর আলম। বৃহস্পতিবার বিকালে নগরীর এসএস খালেদ রোডে একটি কমিউনিটি সেন্টারে ইশতেহার ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মনজুর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ইশতেহারকে স্বপ্নবিলাসী, বাস্তবতা বিবর্জিত, অজ্ঞতাবশত ইঙ্গিত করে বলেন, উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর শুরু আছে সমাপ্তি নেই। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, কার্যক্রমের আইনগত পরিসীমা সম্পর্কে অজ্ঞতা কোনো কোনো মানুষকে স্বপ্নবিলাসী হতে প্রলুব্ধ করে। এরা নিজেরা অজ্ঞতাবশত স্বপ্নের রঙিন ফানুস তৈরি করেন। প্রতিশ্র“তির ফলুঝুরি ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকেও বিভ্রান্ত করেন। মনজুর আলম বলেন, তিনি বাস্তবতার নিরিখেই চট্টগ্রামকে একটি উন্নত আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চান। গড়ে তুলতে চান সিঙ্গাপুরের আদলে। নগরবাসীর সহযোগিতা থাকলে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামকে সিঙ্গাপুরের আদলে গড়ে তোলা যাবে। সেই দিনও বেশি দূরে নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে তিনি নগরবাসীর কাছে সুচিন্তিত রায় কামনা করেন। বলেন, রায় পেলে তিনি চট্টগ্রামকে একবিংশ শতাব্দীর অনন্য বাসযোগ্য একটি শহর হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন।

২০১০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে মনজুর আলম ৫৬ দফা উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করলেও এবার ২ দফা কমিয়ে ৫৪ দফা উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তবে বেশিরভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনাতে রয়েছে তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রতিশ্রুতি।

চট্টগ্রাম মহানগরীর আগ্রাবাদ, সিডিএ, হালিশহর বাকলিয়া, বহদ্দারহাটসহ যেসব এলাকায় জোয়ারের পানি প্রবেশ করে সেসব এলাকায় স্লুইস গেট নির্মাণের উদ্যোগ, জলাবদ্ধতা নিরসনে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃক গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, রাসায়নিকযুক্ত খাদ্য প্রবেশ রোধে নগরীর বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে চেকপোস্ট বসানো, প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে সুপেয় পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য পরিষ্কার প্যাকেজের আওতায় নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখা ও এডিবির অর্থায়নে আবর্জনা অপসারণের সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন স্বল্প সময়ের মধ্যে চালু করা, বাকলিয়া স্টেডিয়ামকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান, খেলাধুলার জন্য নগরের উত্তরে ও দক্ষিণে খেলার মাঠ নির্মাণ, নোবেলজয়ী ড. ইউনূসের প্রস্তাবিত সোশ্যাল বিজনেসের মাধ্যমে শহরের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো, নগরীতে একটি

বিশ্বমানের হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান, উচ্চ শিক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপন, পাহাড়ের পাদদেশের বাসিন্দাদের জন্য বাটালি হিলের পুনর্বাসন প্রকল্পের আদলে বহুতল ভবন নির্মাণ, জলাবদ্ধতা নিরসনে বরাদ্দ করা ২৯৭ কোটি টাকায় খাল খনন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা, শ্রমজীবী মানুষের জন্য আবাসন নির্মাণ করে কিস্তিতে আবাসন সুবিধা প্রদান, মসজিদ-মন্দির-প্যাগোডা নির্মাণ, কবরস্থান শ্মশান নির্মাণ, কর্পোরেশনের অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী করা, নগর ভবন জরুরি ভিত্তিতে নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে তার ইশতেহারে।

ইশতেহারে বলা হয় প্রদত্ত উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি বা দফাগুলো কোনোক্রমে চূড়ান্তও না, আবার সম্পর্কহীনও নয়। এই ইশতেহার নগর উন্নয়নে একটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে। বিভিন্ন থিংক ট্যাংক ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে না থেকেই।

তথ্যসূত্র:

http://www.shironaam.com/%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0/#sthash.mt2DVIBh.dpuf